সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া: ঐতিহ্য, বিবর্তন এবং সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় এর বহুমাত্রিক প্রভাবের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ

সূচনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক তাৎপর্যের বিস্তৃত রূপরেখা

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং মূলধারার শিক্ষাক্রমের সাথে ধর্মীয় শিক্ষার কাঠামোগত সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে আলিয়া মাদ্রাসা ধারার অবদান ঐতিহাসিকভাবেই অনস্বীকার্য। এই ধারার একটি অন্যতম প্রধান, ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হলো বগুড়া জেলার উপশহর (নামাজগড়-গোয়ালগাড়ি) এলাকায় অবস্থিত 'সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা' [1]। সমগ্র উত্তরবঙ্গের একমাত্র সরকারি ও স্বনামধন্য ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রায় এক শতাব্দী ধরে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে [3]। এই অঞ্চলের শিক্ষামুখী জনগোষ্ঠীর কাছে এটি কেবল একটি শিক্ষালয় নয়, বরং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাগতিক উৎকর্ষের এক অপূর্ব মেলবন্ধন হিসেবে স্বীকৃত।

স্বাধীন বাংলাদেশে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রত্যক্ষ অর্থায়নে এবং নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত তিনটি সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার (সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা সিলেট এবং সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা বগুড়া) মধ্যে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান [3]। রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকাঠামোর অধীনে এর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট; এর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (EIIN) হলো ১১৯২২৩ [5]। সরকারি ব্যবস্থাপনায় (Public Management) পরিচালিত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটি মান্থলি পে অর্ডার (MPO) ভুক্ত হওয়ার সাধারণ বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত, যা এর আর্থিক ও কাঠামোগত স্বায়ত্তশাসনকে আরও সুদৃঢ় করে [5]। প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের জন্য মাদ্রাসাটির একটি দাপ্তরিক ফোন নম্বর (০১৩০৯১১৯২২৩), একটি সাধারণ ফোন নম্বর (০১৭১৬০৮১৪১০) এবং একটি দাপ্তরিক ইমেইল ঠিকানা (govt.mustafabia.alia.madrasa@gmail.com) রয়েছে, যা এর প্রশাসনিক আধুনিকায়নের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক [5]।

প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর বা কামিল পর্যন্ত পাঠদানের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা সংবলিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আপন মহিমায় ভাস্বর [1]। "পড়, জ্ঞানই আলো" (Read, Knowledge is Light) — এই শাশ্বত মূলমন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন হিসেবে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি কেবল ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষায় নয়, বরং বিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষায়ও সমানভাবে অবদান রাখছে [2]। এই সুদীর্ঘ প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, প্রশাসনিক কাঠামো, শিক্ষায়তনিক রূপরেখা, অবকাঠামোগত বিবর্তন, সমকালীন বিভিন্ন সংকট এবং জাতীয় পর্যায়ে এর প্রভাবের একটি অত্যন্ত বিস্তৃত, নিবিড় এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ঔপনিবেশিক আমল থেকে আধুনিকায়নের যুগান্তকারী বিবর্তন

যেকোনো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবয়বকে অনুধাবন করতে হলে তার সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রাপথকে মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস কেবল একটি ভবনের বা

কিছু শিক্ষার্থীর ইতিহাস নয়; এটি মূলত এই জনপদের মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণের ইতিহাস।

প্রতিষ্ঠা ও প্রারম্ভিক ইতিহাস (১৯২৫ - ১৯৪৭)

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে যখন ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে দেশীয় ও ধর্মীয় শিক্ষার জাগরণ ঘটছিল, যখন স্থানীয় মুসলিম সমাজ তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে চাইছিল, ঠিক সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় [1]। অবিভক্ত বাংলার প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন এবং যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা মুস্তাফা মাদানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় 'মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা' [1]। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এটি অত্র অঞ্চলে ইসলামি মূল্যবোধ প্রসারের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট আলেম সমাজ। ১৯২৫ সাল থেকে শুরু করে সরকারি নিয়ন্ত্রণের আগ পর্যন্ত মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তৎকালীন সময়ের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিযাম উদ্দীন গজনবী (১৯২৫-১৯৩৬) প্রতিষ্ঠানটির শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেন [1]। তার এক দশকেরও বেশি সময়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সমাজের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এরপর মওলা বখস্ (১৯৩৭-১৯৪০) এবং মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব (১৯৪১-১৯৪৭) প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব প্রদান করেন [1]। এই সময়কালটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় হওয়ায়, এই মাদ্রাসার তৎকালীন পরিবেশ ও পাঠক্রমে সমাজ-সচেতনতার একটি প্রচ্ছন্ন ছাপ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুদৃঢ়করণ (১৯৪৮ - ১৯৮৫)

ভারতবর্ষ বিভাগের পর এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময়কালেও মাদ্রাসাটি তার শিক্ষাদানের ব্রত থেকে পিছপা হয়নি। মোহাম্মদ আব্দুল রব কাসেমী (১৯৪৮) এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল আলী (১৯৪৯) স্বল্প সময়ের জন্য অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পর, প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসে দীর্ঘতম সময়ের জন্য অধ্যক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হন আবু নছর মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ [1]। তিনি সুদীর্ঘ ৩৩ বছর (১৯৪৯ সালের শেষভাগ থেকে ০১-০৯-১৯৮২ সাল পর্যন্ত) অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত শিক্ষালয়ে রূপান্তর করেন [1]। তার এই সুদীর্ঘ কার্যকালে মাদ্রাসাটির পাঠ্যক্রম সম্প্রসারিত হয়, শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং উত্তরবঙ্গের একটি শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এর পরিচিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর মোহাম্মদ আলী ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন [1]।

ঐতিহাসিক সরকারিকরণ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ (১৯৮৬ - বর্তমান)

১৯৮৬ সালের ১২ মার্চ তৎকালীন সরকার এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারিকরণ করে [1]। এই পদক্ষেপটি উত্তরবঙ্গের ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অনন্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং এর কাঠামোগত ও প্রশাসনিক উন্নয়ন বহুলাংশে ত্বরান্বিত হয়। সরকারিকরণের ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বেতন কাঠামো এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। সরকারিকরণের প্রাক্কালে অধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকা মোহাম্মদ আলীই সরকারিকরণের পর প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১২-০৩-১৯৮৬ থেকে ২৬-০৬-১৯৯০) [1]।

সরকারিকরণের এই প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকরা উত্তরবঙ্গের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সরকারিকরণের ফলে মাদ্রাসাটির প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় এবং এটি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অন্যতম একটি মডেল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় [2]।

উচ্চশিক্ষায় অধিভুক্তি এবং সনদের যুগান্তকারী মানোন্নয়ন

আলিয়া মাদ্রাসার উচ্চতর ডিগ্রিগুলোকে মূলধারার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমান প্রদানের জন্য দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ সরকার একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকার ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রিকে যথাক্রমে সাধারণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান প্রদান করে [3]। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে দেশের অন্যান্য আলিয়া মাদ্রাসার মতো সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল স্তর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধিভুক্ত হয় [3]।

পরবর্তীতে, মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে আরও সুশৃঙ্খল, যুগোপযোগী এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকার যখন একটি স্বতন্ত্র 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে, তখন দেশের সমস্ত আলিয়া মাদ্রাসার সাথে সাথে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসাটিও এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয় [3]। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ অধিভুক্ত একটি সম্মানজনক কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্রাসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে [1]।

অধিভুক্তির এই রূপান্তর কেবল দাপ্তরিক ছিল না; এটি প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। বর্তমানে এটি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাজিল (স্নাতক) অনার্স এবং কামিল পরীক্ষা পরিচালনার একটি অন্যতম প্রধান পরীক্ষাকেন্দ্র (কেন্দ্র কোড: ১২৩৫) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে [6]। জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা পরিচালনায় এই ধরনের অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং ভৌত অবকাঠামোগত উপযুক্ততার একটি বড় প্রমাণ।

শিক্ষায়তনিক বিন্যাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাদর্শন

সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার এক অপূর্ব সমন্বয়স্থল। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত ধাপে ধাপে পাঠদান করা হয় [1]। দাখিল এবং আলিম স্তর সরাসরি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রণীত আধুনিক পাঠ্যক্রম অনুসারে পরিচালিত হয় [1]।

বিভাগভিত্তিক আসন বিন্যাস ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ

উচ্চমাধ্যমিক সমমানের আলিম স্তরের একটি কাঠামোগত বিশ্লেষণ থেকে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাদর্শনের একটি সুস্পষ্ট ও যুগোপযোগী চিত্র পাওয়া যায়। এখানে বিজ্ঞান এবং সাধারণ—এই দুটি বিভাগে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। আলিম স্তরে বিজ্ঞান (মাদ্রাসা) বিভাগে ১২০টি আসন এবং সাধারণ বিভাগে ২৭০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে [5]। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায়, যেখানে ঐতিহ্যের কারণে ধর্মীয় ও কলা বিভাগের প্রতি ঝোঁক বেশি থাকে, সেখানে বিজ্ঞান বিভাগে ১২০টি আসনের মতো এত বিপুল সংখ্যক আসন বরাদ্দ থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদানে অত্যন্ত আন্তরিক।

এই বিজ্ঞানমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সুফলও প্রতিষ্ঠানটি পাচ্ছে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা চমৎকার ফলাফল অর্জন করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আরাফাত আল এ. নামের এক শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ (GPA 5.00) অর্জন করে তার মেধার স্বাক্ষর রেখেছে [8]। এই ধরনের অর্জন প্রমাণ করে যে, এখানকার শিক্ষকরা বিজ্ঞান পাঠদানেও যথেষ্ট দক্ষ এবং বিজ্ঞানাগারের সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক ফলাফল অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

সমতাভিত্তিক ভর্তি নীতি এবং সহশিক্ষা কার্যক্রম

ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিতে সহশিক্ষা (Co-Education Joint) ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যা নারীশিক্ষার প্রসারে এবং ধর্মীয় শিক্ষার বলয়ে লৈঙ্গিক সমতা বিধানে একটি অত্যন্ত যুগান্তকারী পদক্ষেপ [5]। একটি ঐতিহ্যবাহী ইসলামি

শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলে ও মেয়েদের একসাথে জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ সমাজে ধর্মান্ধতা দূর করতে এবং একটি সুষম সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

দিবা শাখায় (Day Shift) এবং বাংলা মাধ্যমে পরিচালিত এই মাদ্রাসায় ভর্তির ন্যূনতম জিপিএ (Min GPA) যোগ্যতা ১.০০ নির্ধারণ করা হয়েছে [5]। এই শিথিল যোগ্যতার মাপকাঠি অনেক তাত্ত্বিকের কাছে মানের অবনতি হিসেবে মনে হলেও, এর একটি গভীর আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। এই নীতিটি মূলত প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত এবং মেধার দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখার একটি কাঠামোগত কৌশল। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, আর তাই এই নিম্নতর জিপিএ শর্তটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার (Inclusive Education) একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক পর্ষদ ও কর্মীবাহিনী

মাদ্রাসার অ্যাকাডেমিক কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য এখানে একটি অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষক পর্ষদ রয়েছে। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মো. একরামুল হক মাদ্রাসার একজন প্রভাষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন [9]। এছাড়া শাহানাজ নামক আরেকজন শিক্ষক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (NAEM) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিত্ব করেছেন বলে জানা যায় [6]। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে যে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান পদ্ধতি নিয়মিতভাবে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে।

ভাষাগত উৎকর্ষ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং একুশ শতকের উপযোগিতা

আধুনিক বিশ্বের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং গ্লোবাল ভিলেজের একজন সক্রিয় নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি ভাষাগত দক্ষতার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকে। প্রথাগত মাদ্রাসা শিক্ষায় আরবি ভাষাকে কেবল ধর্মীয় পাঠের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, এই প্রতিষ্ঠানটি আরবি ও ইংরেজি ভাষাকে যোগাযোগের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২০২২ সালের ২ মার্চ তারিখে আলিম একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন বা নবীন বরণ অনুষ্ঠানে একটি অনন্য ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের ভাষাগত জড়তা দূর করতে উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় সঞ্চালনা করা হয় [10]। সহকারি অধ্যাপক জি এম শামসুল আলম কর্তৃক সাবলীলভাবে পরিচালিত এই উদ্যোগটি প্রমাণ করে যে, গতানুগতিক ধর্মীয় পাঠদানের বাইরে গিয়ে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা প্রস্তুত [10]।

এই নবীন বরণ অনুষ্ঠানটির আয়োজনে মাদ্রাসার শিক্ষক পর্ষদের একটি বড় অংশের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল, যা প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ দলগত কাজের (Teamwork) একটি চমৎকার উদাহরণ। নিচে উক্ত অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালনকারী ভর্তি কমিটি ও শিক্ষকদের একটি কাঠামোগত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

শিক্ষকের নাম	পদবী ও দায়িত্ব
ড. আবু জাফর মোহাম্মদ ইউসুফ	আহ্বায়ক, ভর্তি কমিটি [10]
জি এম শামসুল আলম	শিক্ষক পর্ষদের সম্পাদক ও সঞ্চালক [10]

মোঃ আব্দুল জলিল	সহকারী অধ্যাপক [10]
হালিমুজ্জামান খন্দকার	সহকারী অধ্যাপক [10]
মোঃ আবু রায়হান	সহকারী অধ্যাপক [10]
মোঃ আব্দুর রহিম	সহকারী অধ্যাপক [10]
মোঃ মিজানুর রহমান	সহকারী অধ্যাপক [10]
হোসনে ফেরদৌস	প্রভাষক [10]
ফয়সাল হোসেন	প্রভাষক [10]

অনুষ্ঠানটিতে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আলতাফ হোসেন [10]। প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর শাইখ মোঃ নজরুল ইসলাম সূচনা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন [10]। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সততা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কারিগর হিসেবে উল্লেখ করে তাদের নৈতিক ভিত্তির প্রশংসা করেন [10]।

প্রশাসনিক নেতৃত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষক-প্রশাসন

মাদ্রাসাটির প্রশাসনিক নেতৃত্ব এর সার্বিক গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ঐতিহ্যগতভাবেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামি চিন্তাবিদ ও দক্ষ প্রশাসকরা এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

সরকারিকরণ পরবর্তী নেতৃত্ব ও বর্তমান অধ্যক্ষ

সরকারিকরণের পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি একাধিক যোগ্য অধ্যক্ষের নেতৃত্ব লাভ করেছে। ১৯৮৬ সালের পর থেকে মোহাম্মদ আলী, আ.ন.ম. ইমামুদ্দীন, মুহাম্মাদ সা'দুল্লাহ, মোহাম্মদ মুজিবর রহমান, মোহাম্মাদ ইসলাম গণী, এ.কে.এম ইসাহাক আলী, সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এবং আবুল কালাম মোহাম্মাদ আফতাব উদ্দিন বিভিন্ন মেয়াদে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন [1]। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মোহাম্মদ তাজাম্মল হোসেন, মোহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, মোঃ কসিমউদ্দিন, শাইখ মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম এবং মোঃ মোখলেছুর রহমানের মতো অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন [1]।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির সুযোগ্য অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ [1]। তিনি ২০২৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এই মর্যাদাপূর্ণ পদে যোগদান করেন [11]। ড. আহমাদুল্লাহ কেবল একজন দক্ষ প্রশাসক এবং শিক্ষাবিদই নন, বরং তিনি ইসলামি অর্থনীতি ও আধুনিক ব্যাংকিং খাতের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি যমুনা ব্যাংক পিএলসি-এর শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির (Shari'ah Supervisory Committee) একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন [12]। একজন সরকারি মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কর্পোরেট ও আধুনিক ব্যাংকিং খাতে এই ধরনের নীতি-নির্ধারণী সম্পৃক্ততা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রায়োগিক দিককে আরও শক্তিশালী করে এবং ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক অর্থনীতির সেতুবন্ধন রচনা করে। ড. আহমাদুল্লাহর এই বহুমাত্রিক পরিচিতি

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ইসলামি ব্যাংকিং ও ফিন্যান্সের মতো সম্ভাবনাময় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনিক কাজেও তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যেমন মাদ্রাসার ব্যবহার অনুপযোগী দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে গঠিত কনডেমশন ও নিলামে বিক্রয় কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে তার দায়িত্ব পালনের প্রমাণ পাওয়া যায় [14]।

আঞ্চলিক মাদ্রাসা প্রশাসনে শিক্ষকদের অভিভাবকত্ব

সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ কেবল নিজ ক্যাম্পাসের পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতে তারা মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের (DME) প্রতিনিধি হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

উদাহরণস্বরূপ, বগুড়ার নন্দীগ্রামের ইসলামপুর ভুস্কুর সিদ্দিকীয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে এমপিও জালিয়াতি ও অবৈধ নিয়োগের অভিযোগ উঠলে, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশে সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক ড. আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ এবং সহকারী অধ্যাপক জি এম শামছুল আলমকে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় [15]। ২০২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত পরিচালিত এই নিবিড় তদন্তে জালিয়াতির প্রমাণ উঠে আসে এবং তদন্ত কর্মকর্তারা প্রতিবেদন দাখিল করেন যে অভিযুক্তের নিয়োগ অবৈধ ও এমপিও পাওয়ার অযোগ্য [15]।

এই ঘটনা নির্দেশ করে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক শুদ্ধি অভিযানে এবং আঞ্চলিক শিক্ষা প্রশাসনে সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ফ্যাকাল্টি সদস্যদের ওপর রাষ্ট্রীয় গভীর আস্থা রয়েছে। শিক্ষকদের এই ধরনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ মানোন্নয়নে যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি সমাজে মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করে।

এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (TMED) কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার অনুমোদিত হয়। যেমন, ২০২১ সালের শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা অন্যান্য সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার সাথে সাথে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার জন্যও রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদিত হয়েছিল, যা নির্দেশ করে যে প্রতিষ্ঠানটি সরাসরি মন্ত্রণালয়ের নজরে থেকে পরিচালিত হয় [4]।

প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, সমকালীন সংকট এবং ছাত্র-শিক্ষক মিথস্ক্রিয়া

দীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী এবং সুনামের সাথে পরিচালিত হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠানটিকে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অভ্যন্তরীণ বিতর্ক, নিরাপত্তা সংকট এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করলে মাদ্রাসাটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে এর মিথস্ক্রিয়ার একটি অত্যন্ত জটিল ও সমাজতাত্ত্বিক সমীকরণ প্রতীয়মান হয়।

ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা সংকট ও বহিরাগত আগ্রাসন

একটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার নিরাপদ ক্যাম্পাস। কিন্তু ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক জি এম শামছুল আলম ক্যাম্পাসের ভেতরেই এক ভয়াবহ ও অনাকাঙ্ক্ষিত হামলার শিকার হন, যা শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দেয় [16]।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে মাদ্রাসার মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাওয়ার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত দারোয়ান ওই শিক্ষকের জন্য প্রতিষ্ঠানের বড় গেইট খুলে দেন। এটি দেখে সুলতানগঞ্জপাড়া এলাকার মোঃ সোহেল (৫৪) এবং তার ছেলে তাসবীর (২২) অকথ্য ভাষায় দারোয়ানকে গালগালাজ শুরু করে। তারা প্রশ্ন তোলে কেন শিক্ষকের জন্য গেইট খোলা হলো। শিক্ষক জি এম শামছুল আলম নিজের পরিচয় দিয়ে এর প্রতিবাদ

করলে বহিরাগত ওই ব্যক্তিরা তার গলা চেপে ধরে এবং বেধড়ক মারধর করে। এমনকি আক্রমণকারীরা শিক্ষকের নিকট থাকা সাড়ে ৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং পরবর্তীতে আরও ১৫-২০ জনকে দেশীয় অস্ত্রসহ ডেকে এনে হুমকি প্রদান করে [16]।

এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হলে উপ-পরিদর্শক (এসআই) জুলহাস উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে শনিবার মধ্যরাতে সুলতানগঞ্জ এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত সোহেল ও তাসবীরকে গ্রেফতার করে এবং রবিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয় [16]। এই আক্রমণাত্মক ঘটনাটি ক্যাম্পাসের সীমানা প্রাচীরের ভেতর শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের একটি নেতিবাচক দিক উন্মোচন করে। এটি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় অপরাধ চক্রের আগ্রাসন থেকে শিক্ষকদের রক্ষা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা প্রোটোকল আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এবং অভূতপূর্ব ছাত্র আন্দোলন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিকতার স্খলন যেকোনো সমাজের জন্যই অশনিসংকেত। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা এক নজিরবিহীন ও উত্তাল ছাত্র বিক্ষোভের সাক্ষী হয়, যা জাতীয় গণমাধ্যমেরও (যেমন দৈনিক করতোয়া) দৃষ্টি আকর্ষণ করে [17]।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মাদ্রাসার আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জি এম শামসুল আলম। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ অনুযায়ী, এই শিক্ষক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে তিন লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছিলেন [18]। এই গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের দ্রুত অপসারণের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে তীব্র বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসার সীমানা পেরিয়ে নিকটস্থ ভাষা সৈনিক গাজীউল হক সড়কে অবস্থান নেয় এবং কিছু সময় সড়ক অবরোধ করে রেখে নিজেদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় [18]।

এই চরম সংকটের সময় তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিচক্ষণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি গণমাধ্যমকে এবং শিক্ষার্থীদের নিশ্চিত করেন যে, অভিযুক্ত শিক্ষক অর্থ গ্রহণের বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং তা ফেরত প্রদানের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে এবং বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা শান্ত হয়ে পুনরায় ক্লাসে ফিরে যায় [18]। তবে চিত্রটির অন্য একটি দিকও ছিল। অভিযুক্ত শিক্ষক জি এম শামসুল আলম এই ঘুষ গ্রহণের অভিযোগটি পুরোপুরি অস্বীকার করে দাবি করেন যে, অধ্যক্ষ অত্যন্ত চাপের মুখে পড়ে তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগের স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে তাকে জানিয়েছেন, যার অডিও রেকর্ড তার কাছে সংরক্ষিত আছে [18]।

এই বিতর্কিত ঘটনাপ্রবাহ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক বার্তা বহন করে। প্রথমত, এটি সমাজতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এখন আর প্রথাগত অন্ধ আনুগত্যের বৃত্তে সীমাবদ্ধ নেই; বরং তারা যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার, অধিকারসচেতন এবং রাজপথে নেমে নিজেদের দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয়ত, মাদ্রাসার মতো একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যেখানে নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সেখানে এ ধরনের আর্থিক স্খলনের অভিযোগ প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনামের ওপর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলে। তবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের ত্বরিত হস্তক্ষেপে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনের সংকট সমাধানের সক্ষমতাকেই নির্দেশ করে।

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জ্ঞানচর্চার আধুনিক পরিবেশ নির্মাণ

শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশের জন্য একটি উপযুক্ত, আধুনিক ও কোলাহলমুক্ত ভৌত অবকাঠামো

অপরিহার্য। বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র উপশহরে অবস্থিত এই মাদ্রাসার ক্যাম্পাসটি ঐতিহাসিকভাবেই অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষাবান্ধব হিসেবে পরিচিত [1]। তবে সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মাদ্রাসাটির অবকাঠামোগত আমূল পরিবর্তনের ও আধুনিকায়নের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (Education Engineering Department - EED)-এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটিতে ভৌত অবকাঠামোগত অভাবনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে [10]। সাম্প্রতিক দাপ্তরিক তথ্য অনুযায়ী, মাদ্রাসায় দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহৃত এবং বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়া দুটি পুরনো টিনশেড ভবন অপসারণ করে ঠিক সেই স্থানে একটি অত্যাধুনিক ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ এবং স্থান নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে [14]।

এই ধরনের বৃহদাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প প্রমাণ করে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (TMED) সরকারি আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর ভৌত আধুনিকায়নে কতটা তৎপর। এই ৬ তলা আধুনিক ভবনটিতে উন্নত ও ডিজিটাল লাইব্রেরি (Library), বিজ্ঞান গবেষণাগার (Science Laboratory), পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ এবং ছাত্রাবাসের (Hostel/Dormitory) সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষিক মানকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করবে বলে আশা করা যায়।

কেবল ভবন নির্মাণই নয়, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা রয়েছে। ফুটবল ও ক্রিকেট এখানকার শিক্ষার্থীদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্রীড়া কার্যক্রমে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে [2]। খেলাধুলার এই চর্চা শিক্ষার্থীদের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ, দলগত কাজের মানসিকতা এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তনীদের সামাজিক অবদান ও জাতীয় প্রভাব

সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা দীর্ঘ প্রায় শতবর্ষ ধরে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ, প্রান্তিক ও শহরতলির লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত ও সাশ্রয়ী শিক্ষার বাতিঘর হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে যে অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে ছিল, সেখানে সরকারি খরচে বিজ্ঞান ও সাধারণ বিভাগে অধ্যয়নের সুযোগ অসংখ্য তরুণ-তরুণীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করেছে।

এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা (Alumni) জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে, রাজনীতিতে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং প্রশাসনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অবদান রেখে চলেছেন। উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে সংসদ সদস্য শাহাদাতুজ্জামানের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, যিনি এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছেন [1]।

এছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ফাজিল ও কামিল সম্পন্ন করা অসংখ্য আলেম ও চিন্তাবিদ পরবর্তীকালে বিভিন্ন হাইস্কুল ও মাদ্রাসায় প্রধান মাওলানা, শিক্ষক বা অধ্যাপক হিসেবে নিজেদের নিয়োজিত করে দেশে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ইতিহাস ঘাটলে এমন অনেক অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, এই মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাশ করা এক কৃতি শিক্ষার্থী পরবর্তীতে বরিশালের চরমোনাই বা ছারছীনা ধারার প্রতিষ্ঠান থেকে কামিল সম্পন্ন করেন এবং মেধা তালিকায় স্থান করে নেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার অধীন ঝাড়কাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর বালিজুরি উচ্চ বিদ্যালয়ে অত্যন্ত সফলতার সাথে হেড মাওলানার দায়িত্ব পালন করেন এবং কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে ইসলামপুরের চিনাদুরি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন [19]।

এই ধরনের জীবনবৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার জ্ঞান বিতরণের পরিধি কেবল

বগুড়া জেলার ভৌগোলিক সীমানাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে এর স্নাতকরা সরাসরি ও পরোক্ষভাবে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখছেন। এখানকার স্নাতকরা প্রমাণ করেছেন যে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মূলধারার স্কুলগুলোতে দক্ষতার সাথে শিক্ষকতা করা সম্ভব।

এছাড়া বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাও মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আরাফাত আল এ. ২০২১ সালে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয়বারের মতো অংশগ্রহণ করছে [8]। এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিষ্ঠানটি একটি গতিশীল উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যা প্রতিনিয়ত দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করছে।

উপসংহার এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা

সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া কেবল ইট-পাথরে নির্মিত একটি সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি উত্তরবঙ্গের ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার এক জীবন্ত ঐতিহাসিক স্মারক। ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে একটি সাধারণ ধর্মীয় পাঠশালা হিসেবে যাত্রা শুরু করে ১৯৮৬ সালে পূর্ণাঙ্গ সরকারি স্বীকৃতি লাভ এবং পরবর্তীতে কামিল স্তরের সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি—এই সুদীর্ঘ ও রোমাঞ্চকর পথপরিক্রমা প্রতিষ্ঠানটির অবিচল সক্ষমতা, যুগের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রবণতা এবং চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতারই অকাট্য প্রমাণ বহন করে [1]।

উচ্চমাধ্যমিক বা আলিম স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে ১২০টি আসনের মতো উল্লেখযোগ্য আসন বরাদ্দ [5], নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকার, এবং ভর্তি কমিটির শিক্ষকবৃন্দের মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় সাবলীল পাঠদান পদ্ধতি [10] প্রতিষ্ঠানটিকে গতানুগতিক মাদ্রাসা শিক্ষার গণ্ডি ছাড়িয়ে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামি মূল্যবোধকে ধারণ করেও আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও ভাষাগতভাবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা সম্ভব।

অন্যদিকে, প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহর মতো আধুনিক প্রগতিশীল ও ব্যাংকিং খাতের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যক্ষের নেতৃত্ব [1] এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৬ তলা একাডেমিক ভবনের মতো নতুন অত্যাধুনিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ [14] মাদ্রাসাটির আগামী দিনের উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকেই নির্দেশ করে।

যেকোনো ঐতিহাসিক, বৃহৎ এবং জনবহুল প্রতিষ্ঠানের মতো এটিও তার চলার পথে সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব, বহিরাগতদের অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা [16] এবং অভ্যন্তরীণ কিছু প্রশাসনিক ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের [18] মতো কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের অধিকারসচেতনতামূলক সাহসী প্রতিরোধ এবং সাধারণ শিক্ষকদের প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতের নিরলস প্রচেষ্টা এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংকট উত্তরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই ঘটনাগুলো প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করার পরিবর্তে এর অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

আগামী দিনের আধুনিক বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোয় ধর্মীয় অনুশাসন বজায় রেখে বিজ্ঞানমনস্ক, নীতিবান এবং নৈতিকভাবে দৃঢ় একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা তার অগ্রণী ভূমিকা অব্যাহত রাখবে, সেটাই শিক্ষানুরাগী মহলের ঐকান্তিক প্রত্যাশা। শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে (প্রতিষ্ঠা ১৯২৫; ২০২৫ সালে শতবর্ষ বা সেন্টেনারি পূর্ণ হবে), প্রতিষ্ঠানটি তার সমৃদ্ধ অতীতকে হৃদয়ে ধারণ করে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে নিজেদের আলোকিত করে উত্তরবঙ্গের শিক্ষা-মানচিত্রে আরও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানে পুরোপুরি প্রস্তুত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলে এই প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

Works cited

1. accessed May 19, 2026, https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE
2. Mustafabia Alia Madrasah - Wikipedia, accessed May 19, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Mustafabia_Alia_Madrasah
3. সরকারি মাদরাসা | পাতা - মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, accessed May 19, 2026, https://dme.gov.bd/pages/static-pages/691997b0933eb65569dde013
4. সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া, এবং বেসরকারি (স্বতন্ত্র এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাবর্ষ ২০২১ সালের ছুটির তালিকা Tmed কর্তৃক অনুমোদন প্রসংগে। | নোটিশ, accessed May 19, 2026, https://dme.gov.bd/pages/notices/6919996981fc96cef9e630f9
5. Govt. Mustafabia Alia Madrasha - Honours Admission, accessed May 19, 2026, https://honoursadmission.com/details-madrasah-information/Bogura/119223/Govt--Mustafabia-Alia-Madrasha
6. ID-wise Participant List, accessed May 19, 2026, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-naem/2024/12/7c795d11b3c1448ca34c47ff594cc1e1.pdf
7. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর - Untitled, accessed May 19, 2026, http://iau.edu.bd/wp-content/uploads/2025/11/exm458.pdf
8. Sanira Afzal - Tuition Terminal, accessed May 19, 2026, https://tuitionterminal.com.bd/hub/tutor-details/A108128
9. 2018, accessed May 19, 2026, https://www.ibnsinapharma.com/files/finreport/7579211716698237.2018.pdf
10. সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু - PundroKotha, accessed May 19, 2026, https://pundrokotha.com.bd/post/51604
11. বগুড়া সরকারি মুস্তাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান ..., accessed May 19, 2026, https://tmed.gov.bd/pages/notices/6941461ba31054345f0fb6a3
12. Prof. Dr. Ahmadullah - Dhaka - Jamuna Bank, accessed May 19, 2026, https://jamunabankbd.com/team/dr-ahmadullah-trishali/
13. Annual Report 2024 - Jamuna Bank, accessed May 19, 2026, https://jamunabankbd.com/wp-content/uploads/2025/05/Annual-Report-2024.pdf
14. Untitled, accessed May 19, 2026, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-dme/2024/12/9a8961991d5747d19d198c9351675926.pdf
15. জালিয়াতি করে ১৩ বছর ধরে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন - শিক্ষাবার্তা ডট কম, accessed May 19, 2026, https://shikshabarta.com/164584/
16. বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসার শিক্ষককে মারধর, গ্রেফতার ২ - পুণ্ড্রকথা - PundroKotha, accessed May 19, 2026, https://pundrokotha.com.bd/post/61427

17. কেন উত্তাল বগুড়া সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা | Bogura News - YouTube, accessed May 19, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=bK8o6FlceyM
18. বগুড়া আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, accessed May 19, 2026, https://protidinerbangladesh.com/country/54035/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8B%E0%A6%AD
19. Historical Emergence of Islam in Greater Mymensingh District: The Role of Sufis, Muslim Scholars, Madrasah and Mosques, accessed May 19, 2026, https://jocw.ittc.edu.bd/index.php/jocw/article/download/43/42